দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

111

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের প্রথম সারির ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি বিশেষ মহল বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর খবর প্রচার করছে। এ বিষয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে যাতে কোনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়, সেজন্য প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরা দরকার।

স্কুলে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হওয়ার পর স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক মোঃ ফয়জুর রহমান গত সপ্তাহে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্কুল বন্ধ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু স্কুলের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং অনিশ্চয়তার হাত থেকে ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করার জন্য গভর্নিং বডির পক্ষ থেকে ৩ ডিসেম্বর থেকে স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর গত ২৪/১১/৯৭ তারিখে আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে বিভিন্ন অনিয়মের যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছে, তাতে সাবেক প্রধান শিক্ষক মোঃ ফয়জুর রহমানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এনে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, "৩১/১২/৯৫ তারিখে প্রধান শিক্ষক মোঃ ফয়জুর রহমানের বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। ১/১/৯৫ থেকে ৩১/১২/৯৫ পর্যন্ত বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই তিনি প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১/১/৯৫ থেকে ৩১/১২/৯৫ পর্যন্ত এবং ১/১/৯৬ থেকে অদ্যাবধি তিনি বেআইনিভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক হিসেবে বহাল আছেন।"

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, "ডোনেশন বাবদ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়কৃত এক বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে জমা করা হয়নি। বিভিন্ন ব্যক্তিকে অগ্রিম প্রদান করে এবং ব্যয়ের ভাউচারের মাধ্যমে ঐ সব অর্থের হিসাব সমন্বয় করা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাংকে জমা না দিয়ে হাতে রেখে আর্থিক বিধিমালা লংঘন করেছেন, যা সাময়িকভাবে অর্থ আত্মসাতের সামিল।"

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই প্রতিবেদনে বলা হয়, "ডোনেশনের বিনিময়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্ত লংঘন, কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ মনগড়া নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে এককভাবে প্রধান শিক্ষক মোঃ ফয়জুর রহমান ছাত্র ভর্তি ও অর্থ গ্রহণ করেন, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ও সুনামকে জলাঞ্জলি দিয়ে দীর্ঘদিন যাবত অনিয়ম ও দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত ছিলেন। এসব দুর্নীতি ও অনিয়মের জন্য মোঃ ফয়জুর রহমানকে অনতিবিলম্বে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অপসারণ করে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সুপারিশ করা হলো।"

ইতিমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ৩০/১২/৯৫ তারিখে মোঃ ফয়জুর রহমানের চাকুরির মেয়াদ ২ (দুই) বছরের জন্য বৃদ্ধির যে আদেশ দিয়েছিল, তা গত ৩০/১১/৯৭ তারিখে বাতিল করেছে। এই বাতিল আদেশের প্রেক্ষিতে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড গত ৩০/১১/৯৭ তারিখে মোঃ ফয়জুর রহমানকে সহকারী প্রধান শিক্ষক বা সহকারী প্রধান শিক্ষক না থাকলে জ্যেষ্ঠতম শিক্ষককে দায়িত্ব বুঝে দিতে নির্দেশ দিয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য গভর্ণিং বডির সভাপতিকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের নির্দেশ মোতাবেক আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক রওনক জাহানকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি গতকাল সোমবার দুপুরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন এবং আগামী ৩ ডিসেম্বর বুধবার থেকে স্কুলের কার্যক্রম শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

ঐতিহ্যবাহী এই স্কুলটির ভাবমূর্তি এবং সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

সাবের হোসেন চৌধুরী এম,পি
সভাপতি, গভর্নিং বডি, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ।